JAN. 8 -200
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ... ৪

গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা ॥ মৌলভীবাজার জেলার ইউনিয়নগুলি প্রাথমিক বৃত্তির কোটা হইতে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হইতেছে। এইসব ইউনিয়নের বৃত্তির কোটা পূরণ করা হইতেছে শহরের বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র/ছাত্রীদের দিয়া। এইসব ছাত্র/ছাত্রী শহরের বিত্তবানদের ছেলে-মেয়ে। জানা গিয়াছে যে, এইসব কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবকরা বৃত্তি পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে তাহাদের ছেলে-মেয়েদের গ্রামের যেকোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি দেখাইয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করায়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা ঐ স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রী নয়। শুধুমাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য বৃত্তি পরীক্ষার ফিস জমা দিয়া ঐ স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী হাজিরা খাতায় নামমাত্র নাম উঠাইয়া রাখে। আসলে তাহারা আদৌ কোন ক্লাস করে না। শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এইভাবে ইউনিয়নের সকল বৃত্তি শহরে চলিয়া আসিতেছে। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

গত ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করিয়া বলেন যে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের শহরের নামী-দামী স্কুলে পাঠানোর সংগতি নাই। তাই বলিয়া আমাদের বাচ্চাদের এইভাবে ফি বৎসর বৃত্তিপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে, ইহা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষার কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করিলে তিনি বলেন যে, এই ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।